চরৈবেতি

একবিংশতি সংখ্যা, দ্বাবিংশতি বর্ষ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন

সংস্কৃত বিভাগ

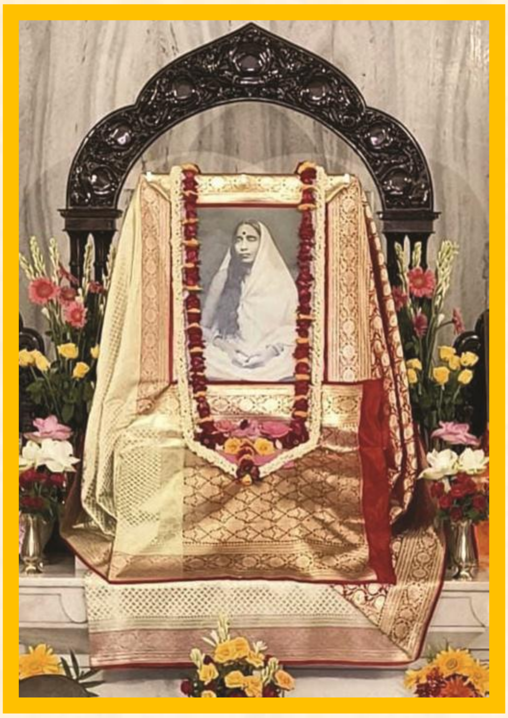

চরৈবেতি

২১তম সংখ্যা * ২২তম বর্ষ * সেপ্টেম্বর ২০২৪

“মেধাং ম ইন্দ্রো দদাতু, মেধাং দেবী সরস্বতী/”

(মেধা সূক্ত, ৩য় মন্ত্র)

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন

সংস্কৃত বিভাগ

১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

প্রকাশনাঃ

সংস্কৃত বিভাগ

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন

বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন

৩৩, শ্রীমা সারদা সরণি

কলকাতা – ৭০০ ০৫৫

সংস্কৃত বিভাগঃ

শ্রীমতী সাবেরী রক্ষিত

শ্রীমতী সঙ্ঘমিত্রা মুখার্জী

শ্রীমতী মধুমিতা ঘোষ

প্রব্রাজিকা অসক্তপ্রাণা

সংস্কৃতবিভাগস্য শ্রদ্ধাঞ্জলিঃ

চিরভাস্বরা প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণা

অস্মাকং মনোমন্দিরে সদা স্মৃতা

সম্পাদকীয়ম্

একবিংশপর্বণি পদার্পণং কৃত্বা

কুসুমিতা পল্লবিতা চ সঞ্জাতা অস্মাকং 'চরৈবেতি'।

বর্ষাৎ বর্ষং যাবৎ

ছাত্রাশিক্ষিকাণাং হৃদ্যসংযোগেন

রক্ষাবন্ধনস্য সূত্রং দৃঢ়তামাপ্নোতি,

তদেব বিম্বিতং পত্রিকাপত্রেষু, পত্রস্থাক্ষরেষু....

বয়সি মনসি বাহ্যাভ্যন্তরে চ

পীবরা ভবতু চরৈবেতি

ইত্যেবং প্রার্থনা.....

সূচিপত্রম্

❖ আজকের ভাবনা – পৃঃ ৯

❖ যেই জীব, সেই শিব – যেই শিব, সেই জীব – পৃঃ ১০

❖ धान्यलक्ष्मी: - পৃঃ ১২

❖ रक्षाबन्धन-उत्सवः – পৃঃ ১২

❖ छात्रजीवनम् – পৃঃ ১৩

❖ संस्कृत-दिनस्य महत्त्वम् – পৃঃ ১৪

❖ जगन्नाथदेवस्य मूर्तिप्रतिष्ठा – পৃঃ ১৫

❖ কালিদাসস্য নারীভাবনা – পৃঃ ১৬

❖ শ্রীরামকৃষ্ণঃ – পৃঃ ১৮

❖ স্রোতস্বিনী – পৃঃ ১৯

❖ आत्मानं प्रति – পৃঃ ১৯

❖ नूतनदिनस्य कृते – পৃঃ ২০

❖ कविगुरुजनप्रियः उत्सवः – পৃঃ ২১

❖ सुस्थितसमाजस्य एषणा – পৃঃ ২২

❖ রবীন্দ্রমানসে কালিদাসস্য প্রভাবঃ – পৃঃ ২২

❖ कः राजा? – পৃঃ ২৪

❖ নালন্দা – পৃঃ ২৪

আজকের ভাবনা

(পরম পূজনীয়া প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণা,
সম্পাদিকা, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন)

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যকে, ভারতীয় সংস্কৃতির পুণ্যধারাকে সশ্রদ্ধ পূজা জ্ঞাপন করবার বিশেষ দিনটিকে স্মরণ করে দুটি কথা মনে উঠছে। আমরা নারীশিক্ষার একটি ঐতিহ্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের সদস্য। শিবগুরু স্বামীজীর বাণী উদ্ধৃত করে আজ দেহে-মনে শক্তিলাভ করতে চাই। স্বামীজী বলেছেন, "মেয়েদের পূজা করেই সব জাত বড় হয়েছে। যে-দেশে, যে-জাতে মেয়েদের পূজা নেই, সে-দেশ সে-জাত কখনও বড় হতে পারেনি, কস্মিন্ কালে পারবেও না... তোদের জাতের যে এ অধঃপতন ঘটেছে তার প্রধান কারণ এই সব শক্তিমূর্তির অবমাননা করা। মনু বলেছেন- 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। যত্রৈস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলা: ক্রিয়াঃ।"

খুব সাম্প্রতিক কালের কলকাতার জনজীবন নৃশংসতা, দুর্নীতি ও অমানবিকতার নিদারুণ ঘটনাবলীর সাক্ষী হয়ে বিশ্বে নিন্দিত হল নারী-নির্যাতনকে কেন্দ্র করে। চাই সত্যের প্রকাশ, পৌরাণিক দৃষ্টান্তগুলি ফিরে আসুক দুষ্কৃতীর দুর্গতির করুণ ছবি নিয়ে। লোভ, ইন্দ্রিয়পরতা শেষ হোক। পশুর অধম মানুষেরা নব জন্ম নিক পবিত্রতা ও শুভকর্মের মধ্য দিয়ে।

স্বামীজী অন্যত্র বলেছেন, "আমরা যেন না ভাবি যে, আমরা পুরুষ বা স্ত্রী, বরং আমরা যেন ভাবি যে, আমরা মানুষ-মাত্র। জীবনকে সার্থক করার জন্য এবং পরস্পরকে সাহায্য করবার জন্যই আমাদের জন্ম।"

একটি শব্দ আমাদের সবার জীবনে বড় হোক - তা হল ভালোবাসা। নিজের পরিবারকে ভালোবাসা, পরিজনকে ভালোবাসা, মানবজীবননীতিকে ভালোবাসা, নিজের বিদ্যার্জনকে ভালোবাসা, নিজের পেশাককে ভালোবাসা, যেমন নিজের ঘরবাড়ীকে, তেমন নিজের দেশকে ভালোবাসা, আপনার ঐতিহ্যকে ভালোবাসা। এমন ভাবটি অহরহ আমাদের চিন্তা ও কাজে প্রকট হলেই আসবে অভ্যুদয় ও কল্যাণ। একজন মানুষ আমি, যেন সকল মানুষ ও সবার ধাত্রী মা ধরিত্রীকে ভালোবেসে চোখ বুজতে পারি। এই আমাদের প্রার্থনা - শ্রদ্ধা দাও, প্রীতি দাও, জগজ্জননী।।

*** *** *** *** *** ***

যেই জীব, সেই শিব – যেই শিব, সেই জীব

(প্রব্রাজিকা বেদরূপপ্রাণা,
অধ্যক্ষা, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন)

রাজর্ষি জনক একরাতে ঘুমিয়ে আছেন তাঁর পালঙ্কে, হঠাৎ প্রহরী তাঁকে ডাকলেন, 'মহারাজ, ভয়ানক বিপদ! আমরা শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছি।' জনক সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত হয়ে যুদ্ধে চললেন, কিন্তু অপ্রস্তুত জনক যুদ্ধে জয়ী হতে পারলেন না। শত্রু রাজা তাকে হত্যা করলেন না ঠিকই, কিন্তু রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত করলেন।

রাজা চলেছেন নিজের রাজ্যের রাজপথ ধরে। তার নিজের প্রজারাই এগিয়ে আসছে না নতুন রাজার ভয়ে। ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত, নিরাশ্রয় রাজাকে দেখেও সন্তানসম তার প্রজারা মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিতে লাগলো। অবশেষে রাজ্য পেরিয়ে প্রতিবেশী রাজ্যের সীমানায় এসে জনক দেখলেন একটি লঙরখানায় দীনদুঃখীদের অন্নদান করা হচ্ছে। সেখানে ভিখারীদের পিছনে রাজা সারি দিয়ে দাঁড়ালেন, একটি মৃৎপাত্রে অবশিষ্ট সামান্য আহার্য পেলেনও। কিন্তু যখন খাবার মুখে তুলতে যাচ্ছেন তখন একটি চিল উপর থেকে দ্রুতবেগে উড়ে এসে ছোঁ মেরে ফেলে দিল সেই মাটির ভাঁড়টি । সামান্য আহার ছড়িয়ে পড়লো মাটিতে। রাজা ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় অস্থির হয়ে হতাশায় ক্রন্দন করে ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেন।

আর তখনই তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। ঘামে ভিজে গেছে সমস্ত শরীর। প্রহরী ছুটে এল, 'মহারাজ, আপনি চিৎকার করে উঠেছিলেন, আপনি ঠিক আছেন তো?' রাজা প্রহরীর দিকে চেয়ে শুধু বললেন, 'এটা সত্য নাকি ওটা সত্য ছিল?' প্রহরী হতচকিত হয়ে ডাকলেন অন্যান্যদের। একে একে এলো অনেকেই, রাজার মুখে সেই এক কথা। পরদিন রাজসভায় এসে বসলেন রাজা, কিন্তু সভাকাজে তার মন নেই। তার মুখে শুধু একটিই কথা 'এটা সত্য নাকি ওটা সত্য?' সবাই ভাবল, রাজার কোনো মানসিক রোগ হয়েছে বোধহয়।

এই সময়ে নগরে এলেন অষ্টাবক্র মুনি। তিনি জনকের গুরু। অন্তর্যামী ঋষি। রাজার কাছে সভায় উপস্থিত হলেন অষ্টাবক্র। বিষণ্ণ রাজা তাঁকেও একই প্রশ্ন করলেন। ঋষি বললেন, 'মহারাজ যখন আপনি হতাশায়, ব্যর্থতায় ধুলায় লুটিয়ে পড়েছিলেন, তখন আজকের এই সম্মান, প্রতিপত্তি ঐশ্বর্য আপনার কাছে ছিল কি'? 'না' উত্তর দিলেন জনক। 'এখন এই রাজসভায় সেই পরাজয়ের কোনো অস্তিত্ব আছে কি?' 'না, নেই'। 'তাহলে মহারাজ সেও সত্য

নয়, এও সত্য নয়’। তাহলে বাকি থাকে কি? ঋষি প্রশ্ন করেন, ‘মহারাজ তখন, সেই ভয়ানক স্বপ্নের সময়, আপনি কি ছিলেন?’ ‘ছিলাম ঋষিবর’। ‘আর এখন?’ ‘এখনও আছি’। ‘তাহলে আপনিই অপরিবর্তিত, সত্য। বাকি দুটি অভিজ্ঞতার কোনোটিই সত্য নয়।’

বদলে যাচ্ছে স্বপ্ন, বদলে যায় জগৎ। স্বপ্নের জগৎ বা ভ্রমের জগৎ হল প্রাতিভাসিক সত্তা, এই আছে, এই নেই। জগৎ হল ব্যাবহারিক সত্তা যা ব্রহ্মজ্ঞানের পর আর থাকে না। মায়ার খেলার বিক্ষেপ - এই দুই সত্তাকে আছে বলা যায় না, নেইও বলা যায় না। যখন অনুভব করি তখন বড় তীব্রভাবে আছে। আর যখন হারিয়ে যায় তখন এক নিমেষে পার্থিব জগৎ শূন্য হয়ে যায়। তখন জেগে থাকে ‘আমি’, জেগে থাকে ‘একমাত্র যেবা, যেবা সর্বময়/ যাহা বিনা কোনো অস্তিত্বই নয়’।

আমার যে সত্তা সব পরিবর্তনেও অপরিবর্তিত সেটিই আমার পারমার্থিক সত্তা। এই আমি হলাম মায়ামুক্ত সদাশিব। এই শিব আমিই, অন্য কেউ নয়। আর যে সত্তা বদলে বদলে যাচ্ছে, সেটা জীবসত্তা – সেটাও আমি, কিন্তু রঙিন বুদবুদের মত তা ফেটে চৌচির হয়ে যায় নিমেষে নিমেষে। তাই উপনিষদে নিজেকে চেনা, নিজের শিবময় সত্তাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়াকেই জীবনের পরম লক্ষ্য বলা হয়েছে।

*** *** *** *** *** ***

ধান্যলক্ষ্মী:

(অন্তিভা দাস:, তৃতীয়বর্ষীয়া)

আউশ-আমন-বোরোঽভিধেয়ং

ভগ্নীত্রয়মিব ধান্যং

বৈশাখে জ্যৈষ্ঠে আষাঢ়ে শ্রাবণে

অগ্রহায়ণে উত বা পৌষে

লক্ষ্মীব তা: আদরণীয়া:

গৃহমাগতা: সমাদৃতাশ্চ

আলিম্পনৈ: কুসুমৈশ্চ

ললামভূতা: কৃষকমনস:

কৃষকজনান্ আনন্দয়ামাসুঃ।।

*** *** *** *** *** ***

रक्षाबन्धन-उत्सवः

(अर्णवी राय:, तृतीयवर्षस्य)

रक्षाबन्धनं भारतस्य प्रमुखपर्वमस्ति। तद्दिने भ्राता-भगिन्योः विशेषः सम्बन्धः पूज्यते। रक्षाबन्धनस्य पर्वणि भगिन्यः स्वस्य भ्रातृणां हस्तयोः रक्षा-सूत्रं समर्पयन्ति। ततः भ्राता भगिन्याः रक्षणं, संरक्षणं च व्रतं स्वीकुर्वन्ति। एतत् पर्वं श्रावणमासस्य पूर्णिमायां दिनं सम्पद्यते। श्रावणमासः धार्मिकः मासः अस्ति। अस्मिन् मासे अनेकानि धार्मिकाणि कार्याणि सम्पाद्यन्ते। रक्षाबन्धनस्य तात्पर्यं केवलं धार्मिकं नास्ति, अपितु समाजस्य एकता, सौहार्द्यं च

प्रतिपादयति। अस्मिन् पर्वणि सर्वे जनाः आनन्दं, स्नेहं, सौहार्दं च अनुभवन्ति। इतिहासे अपि रक्षाबन्धनस्य महत्त्वं दृष्टं भवति। कथासु ज्ञायते यथा महाभारतस्य समये श्रीकृष्णः द्रौपद्याः रक्षणं कृतवान्। तदा द्रौपद्या श्रीकृष्णाय रक्षा-सूत्रं समर्पितम्।

सम्प्रतिमे समाजे रक्षाबन्धनस्य महत्त्वन्तु केवलं भ्राता-भगिन्योः सम्बन्धे नास्ति, अपितु इदं सामाजिक-संरक्षणस्य प्रतीकं अपि भवति। अस्मिन् पर्वणि परस्पर-विश्वासः, सामाजिक-ऐक्यं च प्रबलीभवतः। विशेषतया ग्रामेषु नगरेषु च जनैः एकत्र मिलित्वा स्नेहमयवातावरणं निर्मीयते।

*** *** *** *** *** ***

ছাত্রজীবনম্

(শুচিস্মিতা মণ্ডলঃ, তৃতীয়বর্ষীয়া)

ছাত্রাবস্থৈব মানবজীবনস্য আধারশিলা বর্ততে। শৈশবাৎ কৈশোরং যাবৎ ছাত্রজীবনং ততশ্চামরণাৎ কর্মজীবনমিতি সাধারণতয়া মন্যতে। ছাত্রজীবনম্ অমূল্যং, যদত্র বিদ্যাভ্যাসেন অজ্ঞানং নিরস্যতে। গুরুচরণাস্ত ছাত্রান্ পাঠান্ পাঠয়ন্তি, উপদিশন্তি চ সন্মার্গম্। পাঠ্যাভ্যাসেন চিত্তবৃত্তেরুন্মেষঃ স্যাৎ। ছাত্রজীবনে শরীরচর্চা অপি অস্তি উপযোগিনী। তদর্থং বিদ্যালয়ে ব্যায়ামব্যবস্থাপি বর্ততে। ক্রীড়াদিভিঃ উৎসাহযোগ্যং বপুর্ভবতি। চরিত্রবলং সর্বোপরি বর্ততে। বৃথৈব সা বিদ্যা, যা শীলং ন সংসাধয়তি। পুরা গুরুগৃহে নিয়ম-সংয়মাদিভিঃ ছাত্রা ব্রহ্মচর্যব্রতেন বিদ্যাভ্যাসং কৃতবন্তঃ। তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ। তথাপি শৃঙ্খলাবোধং নিয়মানুবর্তনং বিষয়াদিচরিত্রগুণঞ্চ বিনা অধ্যায়নম্ অনর্থকম্। 'ছাত্রাণাম্ অধ্যয়নং তপঃ' ইতি তু মনসি রক্ষণীয়ম্। আত্মনঃ উন্নয়নবিধৌ ছাত্রৈঃ শ্রদ্ধয়া সর্বাত্মনা জ্ঞানার্জনে অবধানং দেয়ম্।

*** *** *** *** *** ***

संस्कृत-दिनस्य महत्त्वम्

(सुमना मण्डलः, तृतीयवर्षस्य)

संस्कृतम् अस्माकं प्राचीनतमा भाषा अस्ति, यः भारतीय-संस्कृत्याः आत्मा इति कथ्यते। अस्माकं ऋषयः, मुनयः च अनेके महत्त्वपूर्णग्रन्थान् संस्कृतेन एव रचितवन्तः। वेदाः, उपनिषत्, पुराणानि, महाभारतं, रामायणं च इत्येते सर्वे ग्रन्थाः संस्कृतभाषायां रचिताः सन्ति, यैः भारतीय-जीवनस्य प्रत्येकः पक्षः प्रतिपादितः अस्ति।

संस्कृतदिवसः प्रतिवर्षं श्रावण-पूर्णिमायामायोजितं भवति। अस्मिन् दिने भारतस्य अनेके विद्यालयेषु, महाविद्यालयेषु, विश्वविद्यालयेषु च संस्कृतभाषायाः प्रचारं प्रति विविधाः कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। भाषणानि, निबन्धप्रतियोगिताः, नाटकानि इत्यादयः संस्कृतभाषायामेव प्रचलन्ति, यथा विद्यार्थिनः, अध्यापकाः च संस्कृतं प्रतिजीवनं सम्यक् अवगच्छेयुः। संस्कृत-दिवसस्य आयोजनं केवलमेका परम्परा नास्ति, किन्तु अस्याः भाषायाः पुनरुत्थानं प्रति अपि प्रयत्नः अस्ति। अस्मिन् काले संस्कृतस्य अध्ययनं मनुष्याणां जीवनस्य मूल्यं, नैतिकता च प्रतिपादयति। संस्कृतं केवलं भाषा नास्ति, अपितु सम्पूर्णं तत्त्वज्ञानं अस्ति, यः जीवनस्य सर्वे पक्षान् स्पृशति।

आधुनिकयुगे अपि संस्कृतं बहुधा उपयोगं लभते। कम्प्युटर-कार्यक्रमणायाम् संस्कृतं उपयुक्तमिति वैज्ञानिकाः दृष्टिं ददति। अस्मिन् भाषायाम् अव्यक्तता नास्ति, अतः वैज्ञानिक-संशोधनेषु संस्कृतस्य महत्त्वं वर्धते। अस्माकं कर्तव्यं अस्ति यत् संस्कृतभाषायाः अध्ययनमध्यापनं च निरन्तरं प्रवृत्तं भवेत्। संस्कृत-दिनस्य आयोजनमस्मान् एतदर्थं स्मारयति यत् अस्माकं प्राचीनं ज्ञानं, परम्परा च संस्कृतभाषायाम् निहिता अस्ति। यदि वयं संस्कृतं संरक्षिष्यामः, तर्हि अस्माकं धरोहरं अपि संरक्षितं भविष्यति।

अतः, संस्कृत-दिनस्य महत्त्वं अस्माभिः अवगन्तव्यम्, तथा च संस्कृतस्य पुनरुत्थानाय सर्वे प्रयासाः कर्तव्याः। एषः दिनः अस्मान् संस्कृतभाषायाः गौरवं, अस्याः उपयोगित्वं च पुनरवलोकयितुं प्रेरयति।

*** *** *** *** *** ***

जगन्नाथदेवस्य मूर्तिप्रतिष्ठा

(सोनालि नाथ:, तृतीयवर्षस्य)

महाभारतस्य अन्ते गान्धारीशापः सम्पूर्णं यदुवंशं नाशयति, द्वारका समुद्रे मज्जति। वानरराजस्य बाणाघाते भगवान् श्रीकृष्णः अपि वैकुण्ठं गतवान्। यदा अर्जुनः श्रीकृष्णस्य शरीरस्य अन्तिमकृत्यं कृतवान् तदापि तस्य हृदयस्पन्दनं न स्थगितम्। अथ अर्जुनः कृष्णस्य हृदये काष्ठं स्थापयित्वा नद्यां प्रवहति स्म। तत् काष्ठं उडिशादेशं प्राप्तवान् । ततः विश्वामित्रस्य शबरनामजातीय: पुरोहितः नीलमाधव: गुप्तरूपेण तस्य पूजां प्रारभत। तदा अवन्तिराजा इन्द्रद्युम्न: विष्णुभक्तः आसीत्। एकदा विष्णुः राजानं स्वप्ने सूचितवान् यत् उडिशादेशे शबरनामजनजाति: ईश्वरस्य हृदयस्य उपासनां करोति । यदा राजा ईश्वरस्य दिव्यहृदयाय स्वमन्त्रिणं प्रेषयति तदा मन्त्री कुत्रापि तत् न प्राप्नोति। तदा राजा पुनः स्वप्ने श्रुतवान् यत् पुरीमहासमुद्रे दिव्यं काष्ठं वर्तते, तेन काष्ठेन जगन्नाथदेवस्य मूर्तिनिमाणं क्रियते। परदिने यदा राजा समुद्रतीरमागतः तदा सः समुद्रतीरे एकं दिव्यं काष्ठं प्लवमानं दृष्ट्वान् किन्तु तस्य सैनिकाः काष्ठमानेतुं असमर्थाः अभवन्। तदा शबरजातेः पुरोहित: विश्वामित्रस्य साहाय्येन राजसभायां काष्ठं प्रस्तुतवान्। परन्तु समस्या यत् तस्मात् काष्ठात् कोपि शिल्पी मूर्तिं निर्मातुं न शक्नोति स्म। अथ भगवान् विश्वकर्मा मानवरूपेण राजसभायां प्रकटितः। परं प्रतिमानिर्माणकाले -

(१) सः कस्यचित् साहाय्यं विना एकः एव एतां प्रतिमां करिष्यति।

(२) मूर्तिनिर्माणकाले मन्दिरद्वारं पूर्णतया निरूद्धं भविष्यति।

(३) प्रतिमायाः निर्माणं २१दिवसेषु सम्पन्नं भविष्यति। एतेषु २१दिनेषु मन्दिरस्य द्वारं उद्घाटयितुं न शक्यते।

यदा राजा स्वपदं स्वीकृतवान् तदा प्रतिमानिर्माणमारब्धम्। प्रतिमानिर्माणकाले नृपस्य पत्न्या: गुण्डिचादेव्या: रुचिः वर्धिता अभवत्। यदा मन्दिरे शब्दं न श्रुतं तदा सा चिन्तितवती यत् वृद्धः शिल्पी तृष्णया मूर्च्छितः भवेत्। निरूपाया यदा सा मन्दिरस्य द्वाराणि उद्घाटितवती तदा शिल्पी अपूर्णमूर्तिं त्यक्त्वा अन्तर्हित:। विग्रहः पूर्ण: नासीत् परं जगन्नाथदेवस्य इच्छानुसारं पुरीनगरे जगन्नाथमन्दिरस्य स्थापना अभवत्। चमत्कारिरूपेण भगवत: श्रीकृष्णस्य हृदयं जगन्नाथदेवमध्ये स्थापितम्।

*** *** *** *** *** ***

কালিদাসস্য নারীভাবনা

(সোমপ্রিয়া চ্যাটার্জী, তৃতীয়বর্ষীয়া)

সংস্কৃতসারস্বতস্রোতসি অবগাহমানঃ মহাকবিঃ কালিদাসঃ ভারতবাসিনাং তথা বিশ্ববাসিনাং হৃন্মন্দিরে অদ্যাপি বিরাজতেতরাম্। মহাকবেঃ কালিদাসস্য সারস্বতকৃতিষু সর্বত্রৈব নারীণাং চিত্তাকর্ষকং বর্ণনং নয়নয়োঃ আপততি, কালিদাসস্য সমস্তে অপি সাহিত্যে - নাটকেষু, মহাকাব্যয়োঃ গীতিকাব্যে মেঘদূতে চ সর্বত্রৈব নারীণাং চিত্রণং মনোহরম্ আকর্ষকং সম্মানপ্রদং চ বর্ততে। যদ্যপি তস্য স্থিতিঃ দ্বিসহস্রবর্ষপূর্বমেবাসীৎ, তথাপি স্ত্রীণাম্ আদরবিষয়ে স আধুনিক ইব প্রতীয়তে। বৈদিককালে স্ত্রীণাং সামাজিকীস্থিতিঃ পুরুষাপেক্ষা হীনা নাসীৎ। ঋগ্বেদে তু বহূনাং সূক্তানাং ঋষিকা স্ত্রিয়ঃ সন্তি - "অস্তি মাতৃশক্তি পরমা পূজ্যা" ইতি।

এষৈব ভাবনা তস্মিন্কালে পরিদৃশ্যতে। পরন্তু বৈদিকোত্তরে স্মৃতিকালে স্ত্রীণাং সামাজিকী স্থিতিঃ পূর্বাপেক্ষয়া হীনা অবলোক্যতে। পরিবারে সমাজে চৈতাঃ পুরুষসমানাধিকারসম্পন্না ন দৃশ্যন্তে। আদরস্তু বর্ততে, পরন্ত সম্পত্যধিকারঃ শূন্য এব। সম্পত্যধিকারশূণ্যত্বাত্তাসাং পরিবারেষু সমাদরভাবনাপি হীনায়তে। যদ্যপি যজ্ঞাদিকার্যেষু গৃহপতিনা সহ তস্য পত্ন্যা স্থিতিরপি মান্যা এব।

ভারতীয়ে সাহিত্যে ধর্মশাস্ত্রাণাং মহত্ত্বপূর্ণং স্থানং বর্ততে। তত্র চ মনোঃ স্থানং, তস্য রচনায়াঃ স্মৃতেশ্চ নির্বিবাদরূপেণ অন্যেষামপেক্ষয়া মহত্ত্বযুক্তং মন্যতে স্ম পূর্বকালে। অদ্যাপি ধর্মশাস্ত্রচর্চাসু মনুস্মৃতেরেব শ্লোকা উল্লিখ্যন্তে প্রমাণরূপেণ - "যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ" ইতি বচনানুসারং নিগদ্যতে যৎ-নারীণাং পূজনং সর্বত্র সুপ্রাচীনকালাদেব ভবতি। মহাকাব্যনাটকাদিষু অপি নারীভাবনা দরীদৃশ্যতে। পরন্তু বৈদিককালে যথা নারীণাং স্থিতিঃ আসীৎ, মনুস্মৃতৌ তু তাদৃশী নাসীৎ।

যদ্যপি মহাকবেঃ কালিদাসাৎ প্রাগেব বহূনাং ধর্মসূত্রাণাং স্মৃতীনাঞ্চ রচনা সম্পদ্যতে। তত্র নিরূপিতৈঃ বিষয়ৈঃ সহ স সুপরিচিত এব আসীৎ। তেন তেষাং সম্যগধ্যয়নমপি কৃতমিত্যপি স্পষ্টমেব, তথাপি তেন তস্য রচনাসু নারীণাং চিত্রণং যাদৃশং বর্ণিতং, তত্তু জনমানসে অতীব সমাদরং লভতে। তস্য নাটকেষু প্রায়শঃ পুরুষপাত্রাণাম্ অপেক্ষয়া নারীপাত্রাণাম্ এব বাহুল্যম্ অবলোক্যতে। তত্র পুরুষপাত্রাণাম্ অপি নাস্তি নিতরাং শূন্যতা, কিন্তু নারীপাত্রাণাং চিত্রণং কুর্বতা তেন মহাকবিনা প্রত্যেকস্মিন্নপি গ্রন্থে তাসামাদর্শময়মেব চিত্রণং বিহিতম্।

মন্বাদিস্মৃতীনাং তেন ন ক্বাপি প্রত্যাখ্যানং কৃতম্, তস্য বিচারে স্মৃতয়ঃ শ্রুত্যানুসারিণ্যঃ আসন্। অত এব রঘুবংশে "শ্রুতেরিবার্থং স্মৃতিরন্বগচ্ছৎ" ইত্যুক্তং তেন। তথাপি তস্য মতে পুরাতনমিতি কৃত্বা সর্বং গ্রাহ্যং ন ভবতি, ন চাপি নবীনমিতি কৃত্বা সর্বং নবগ্রাহ্যমেব ভবতি। তথা চোক্তং তেন স্বকীয়ে প্রথমে নাটকে মালবিকাগ্নিমিত্রে –

"পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বং ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্।

সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ ভজন্তে, মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ।।" ইতি।

যশ্চ মানবো বিবেকং কর্তুমক্ষমঃ স তু সর্বাংশে মানব এব নাস্তি। বিবেকহীনো মানবস্ত পশুতুল্য এব ভবতি। ভারতীয়সংস্কৃতেঃ সমুজ্জ্বলস্য রূপস্য মহান্ ব্যাখ্যাতা খলু কালিদাসঃ। পুরুষেষু নারীষু চ যদুদাত্তং শ্রেয়স্করং তদেব গ্রাহ্যং ভবতি। পুরুষাণাং নারীঃ প্রতি, নারীণাং পুরুষান্ প্রতি যৎ প্রেমবাসনারহিতং ভবতি, তদেব কল্যাণকরং ভবতি।

কালিদাসস্যস্য সাহিত্যে অস্যৈব প্রেম্নঃ পরিমার্জিতং রূপং সর্বত্র সমুপলভ্যতে। অভিজ্ঞানশাকুন্তলে নাটকে শকুন্তলাদুষ্যন্তয়োঃ উভয়োঃ এব চিত্রণং দর্শকানাং কৃতে পাঠকানাঞ্চ কৃতে সর্বথা আকর্ষকং হৃদ্যঞ্চ। পরন্তু তত্রাপি শকুন্তলায়াঃ চিত্রণন্তু দর্শকস্য পাঠকস্য চ মনসি অন্যামেকাং রেখাম্ আকলয়তি। এবমেব কুমারসম্ভবে পার্বত্যাঃ তপসা নির্মলং যদ্রূপং চিত্রিতং তত্তু সাক্ষাৎ শিবেনাপি বন্দনীয়ং জায়তে। অত এব তেনোক্তং তত্রৈব -

"অদ্য প্রভৃত্যবনতাঙ্গি তবাস্মি দাসঃ, ক্রীতস্তপোভিরিতি বাদিনি চন্দ্রমৌলৌ।

অহ্নায় সা নিয়মজং ক্লম উৎসসর্জক্লেশঃ ফলেন হি পুনর্নবতাং বিধত্তে।।" ইতি

নারীণাং যদ্রূপং সাধনাভিঃ তপোভিঃ চ পরিমার্জিতং ভবতি, তদের শ্রদ্ধেয়ং বন্ধনীয়ঞ্চ ভবতি। তত্রৈব নারীণাং সৌন্দর্যস্য সার্থকতা। অতঃ এতাদৃশমেব নারীরূপং কালিদাসায় রোচতে। তদুক্তং বিবেকানন্দেন - "There is no chance for the welfare of the world unless the condition of women is improved. It is not possible for a bird to fly on one wing."

পরিশেষে এতদেব কথ্যতে যৎ কালিদাসেন তদীয়সাহিত্যকৃতিষু নারীভাবনা সুন্দরতয়া প্রদর্শিতা। পরন্তু সাম্প্রতিকঘটনাসমূহং স্মারং স্মারং কথয়িতুং শক্যতে যৎ অদ্যত্বে কিং নার্য্যঃ সুরক্ষিতাঃ? ইতি প্রশ্নঃ মনসি বারং বারং সমুদেতি, অতএব সর্বকারৈঃ যদি অস্মিন্ বিষয়ে

সম্যক্ ব্যবস্থা নীয়তে তর্হি সমাজঃ সুরক্ষিতঃ স্যাৎ ইতি বিষয়ে নাস্তি সন্দেহলেশঃ। সমাজস্য উন্নতয়ে নারীপুরুষয়োঃ পারস্পরিকী সহায়তা অতীব আবশ্যিকী। ইতি শিবম্।

*** *** *** *** *** ***

শ্রীরামকৃষ্ণঃ

(স্নেহা বাঁক, তৃতীয়বর্ষীয়া)

ঊনবিংশশতাব্দী ভারতবর্ষস্য ইতিহাসে একা অতিস্মরণীয়া শতাব্দী। অস্মিন্ সময়ে অস্মাকং দেশে বহূনাং মহামানবানাম্ আবির্ভাবকালঃ। তেষাম্ অন্যতমঃ খলু যুগাবতারঃ শ্রীরামকৃষ্ণঃ। ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দস্য ফেব্রুয়ারিমাসস্য অষ্টাদশদিবসে হুগলীজিলান্তর্গতস্য কামারপুকুরগ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণস্য জন্মগ্রহণম্। তস্য পিতা আসীৎ শ্রীক্ষুদিরামচট্টোপাধ্যায়ঃ, মাতা চ চন্দ্রমণিদেবী। শ্রীরামকৃষ্ণস্য পিতা শ্রীক্ষুদিরামচট্টোপাধ্যায়ঃ নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণঃ আসীৎ। তস্য গৃহে রঘুবীরস্য শীতলাদেব্যাঃ চ নিত্যসেবা আসীৎ। ক্ষুদিরামঃ আসীৎ সরলঃ ধার্মিকঃ উদারঃ চ। শ্রীরামকৃষ্ণস্য বাল্যনাম খলু গদাধরঃ। আবাল্যাৎ সঃ সরলঃ ধর্মভাবাপন্নঃ আসীৎ। শ্রীরামকৃষ্ণস্য সপ্তবর্ষবয়সি এব তস্য পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ঃ অম্রিয়ত। প্রথাগতা শিক্ষা তেন ন লব্ধা। কিন্তু সর্ববিদ্যা তেন স্বতঃ অধিগতা । শ্রীরামকৃষ্ণস্য অগ্রজঃ রামকুমারচট্টোপাধ্যায়ঃ ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণেশ্বর-ভবতারিণী-মন্দিরস্য উদ্বোধনস্য সময়াৎ পূজকরূপেণ নিযুক্তঃ অভবৎ। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যাশিক্ষাদানায় রামকুমারঃ কলকাতায়াম্ একং টোলং প্রতিস্থাপিতবান্। তস্য আগ্রহে গদাধরঃ ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতাম্ আগতবান্ । সারদামণিঃ শ্রীরামকৃষ্ণস্য ধর্মপত্নী । সা শ্রীরামকৃষ্ণেন মাতৃরূপেণ পূজিতা আসীৎ। শ্রীরামকৃষ্ণস্য অবর্তমানে সাসীৎ শ্রীরামকৃষ্ণসংঘস্য পরিচালিকা সংঘজননী। ন কেবলং সা সংঘমাতা বস্তুতঃ সা হি সর্বেষাং জননী জগজ্জননী । ভগবান্ খলু রামকৃষ্ণঃ। অতঃ ইদানীং ভগবন্তং রামকৃষ্ণং সর্বে এব প্রণমন্তি-

ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।

অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ।।

*** *** *** *** *** ***

स्रोतस्विनी

(अदिति: बैनर्जी, प्रथम वर्षस्य)

सा अतीव विचित्रकन्या, प्रवाहस्य विरुद्धं भ्रमति, दुःखिता मातुः गृहे जाता। तस्य मातापितरौ प्रेम्णा स्रोतस्विनी इति नामकरणं कृतवन्तौ। बालिका मातापित्रो: अतीवप्रिया। यद्यपि पिता दरिद्रः तथापि सः कन्यायाः किमपि काममपूर्णं न त्यक्तवान्। अध्ययने अपि प्रतिवारं उत्तीर्णा अभवत् । सा सर्वेषां प्रियतमा आसीत्। एकस्मिन् दिने विक्रान्तः स्रोतस्विन्या: पुरतः प्रादुर्भूतः। दशदीर्घवर्षाणि यावत् पवित्रप्रेमस्य रक्षणं सुकुमारस्वप्नैः च स्वस्य भविष्यनिर्माणं कुर्वत:। वर्त्तमानकाले स्रोतस्विनी एका सफला शिक्षिका। विक्रान्तः प्रसिद्धः व्यापारी। अद्य तयो: १० वर्षाणि पूर्णानि सन्ति, अतः अद्य गृहं प्रत्यागन्तुं स्रोतोस्विनी विलम्बिता। परम् अधुना सः पार्श्वे आगत्य स्थितवान्। सः विश्वस्य भयानकतमविदारकविस्मयेन उद्घोषितवान् "स्त्रियाः लज्जा न स्त्रियाः दुर्बलता; लज्जां त्यज, तदा एव त्वं मनुष्याख्येभ्यः भूतेभ्यः आत्मनः रक्षणं कर्तुं शक्नोषि।" क: स:?

*** *** *** *** *** ***

आत्मानं प्रति

(दीप्ति सिंह:, प्रथमवर्षस्य)

कुत्रचित् गन्तुम् इच्छामि तत्र

यत्र सागरवत् अनन्त: भार: नास्ति ।

समुद्र एव भविष्यामि।

यत्र पर्वतात् अधिकं उत्तरदायित्वं न भविष्यति,

केवलं पर्वताः एव भविष्यन्ति।

यत्र कार्यस्य प्रवाहः यथावत् न प्रवहति,

केवलं वायुः एव भविष्यति।

यत्र प्रातःकाले उत्थानम् अनिवार्यं नास्ति,

केवलं स्वयमेव उत्थापनं भविष्यति ।

अहं तादृशं स्थानं गन्तुम् इच्छामि।

*** *** *** *** *** ***

नूतनदिनस्य कृते

(देवलीना माइति, प्रथमवर्षस्य)

यदा कालः समाप्तः भवति

सर्वे पक्षिणः गृहं गन्तुं मार्गं प्राप्नुवन्ति।

मेघाः अपि स्थगिताः भूत्वा विषं पिबन्ति इव नीला मृत्योः अङ्के पतिताः।

नवदिनस्य जन्म प्रतीक्षमाणाः।

वृक्षाः अपि पाकं समाप्तं कृत्वा विश्रामं कर्तुम् इच्छन्ति।

नदीजलं नवदिनस्य कृते तीक्ष्णमौने दिवसस्य श्रान्ततां विलीयते,

चन्द्रप्रकाशे श्रान्ताः परिसराः शान्ताः भवन्ति,

सर्वे प्राणाः स्थिरतायाः फीते गृहीताः भवन्ति...

तेन सूर्येण क्षितिजे।

ततः, ततः शिशिरः पतति,

ओसप्रभाते प्रकृतिः हस्तं मुखम् इव भवति

श्रान्ततां प्रक्षालयति,

नूतनदिनस्य कृते।

*** *** *** *** *** ***

कविगुरुजनप्रियः उत्सवः

(मौसुमि पालः, प्रथमवर्षस्य)

१९०५-तमः वर्षः अतीव अशांतः समयः। तस्मिन् समये कविगुरुः उपक्रमं कृतवान् , यदि बंगालस्य भ्रातरः एकत्र बद्धाः सन्ति तर्हि विदेशिनां विरुद्धं आन्दोलनं अधिकं तीव्रं भविष्यति। अतः सः बंगलाजनानाम् एकीकरणाय उत्सवस्य प्रवर्तनं कृतवान् - राखीबन्धनम्।

सः क्षणः एतावत्सुन्दरः आसीत् यत् सर्वे प्रतिज्ञाय इव परस्परं हस्तेषु वर्णसूत्राणि बद्धवन्तः आसन् - भवान् एकः एव नास्ति, अहमपि भवता सह बाङ्गलादेशस्य मुक्तौ अस्मि। तस्मिन् अस्थिरस्थितौ राखीबन्धनं जनानामेकाकिजीवने कश्चित् आनन्दमानेतुं समर्थमभवत्। अधुना कविगुरुजनप्रियः अयं उत्सवः भारते विश्वस्य अन्येषु देशेषु च बहुधा प्रसृतः अस्ति। तस्मिन् समये अस्य उत्सवस्य प्रासंगिकता समाना आसीत् किन्तु अधुना तस्य प्रासंगिकता भिन्ना अस्ति।

बंगालस्य जनाः सर्वदा कार्यं कुर्वन्ति परमस्मिन् दिने हस्ते राखीकृते सर्वे गृहम् आगच्छन्ति - तदा राखीबन्धनं परिवारसमागमस्थानं भवति। अयं उत्सवः प्रतिवर्षं श्रावणमासस्य पूर्णिमातिथौ आचर्यते । केषुचित् स्थानेषु संस्कृतभाषायाः सम्मनार्थमस्मिन् उत्सवे संस्कृतदिवसः अपि पाल्यते ।

*** *** *** *** *** ***

सुस्थितसमाजस्य एषणा

(श्रीमती साबेरी रक्षित:, अध्यापिका)

रक्षाबन्धनस्य शुभावसरे समग्रे भारतवर्षे मैत्र्या: संहतेश्च यत् कल्याणकरम् ऐतिह्यं परिपाल्यते तस्य माहात्म्यमनस्वीकार्यम्। तदेव सौहार्द्दं तादृशी श्रद्धा यदि नारीपुरुषनिर्विशेषेण परस्परं प्रति विद्यते तर्हि एव समाजे शृङ्खला सुस्थितिश्च तिष्ठति। नारीपुरुषौ परस्परयो: परिपूरकौ। एकं विहाय अपरं चक्रच्युतयानमेव विपत्तिं साधयति इति सर्वैर्ज्ञायते। तथापि नारी: प्रति लालसा कदर्यो दृष्टिपात: भोगलिप्सा पुरुषविशेषस्य चरमा विकृति:। स्थले जले खे अपि सुदक्षा: नार्य्य: एकाधारेण गृहकर्माणि कर्मक्षेत्रं च निपुणतया परिचालयन्ति, तथापि अंशत: अवक्षयग्रस्तो धर्षकाम: समाज: नारीं प्रति कुरुचिकराचरणं नियतं प्रदर्शयति। निर्विचारं घृण्यं वनिताधर्षणं निर्द्धिधं निदारुणं नारीहत्या अस्वस्थं विभीषिकामयं परिवेशमानयति। अस्मिन् अवक्षये स्थित्वा आधुनिकदु:शासनहस्तात् नारीणामासुरक्षाकृते नार्य्य: यथा तनुमनसो: बलिष्ठा: भवेयु: तथा पुरुषैरपि आशैशवात् नारीकृते सदाचरणं, समादर: अभ्यासनीय:। जीवनयापने पारस्परिकीयं निर्भरता सहमर्मिता च स्वस्थसमाजस्य पराकाष्ठा इति अलं वक्तव्येन। अत: रक्षाबन्धनोत्सवस्य शुभावसरे कविवचनमनुसृत्य इयं भवतु अस्माकं प्रतिज्ञा "आय आरो बैँधे बैँधे थाकि....."

*** *** *** *** *** ***

রবীন্দ্রমানসে কালিদাসস্য প্রভাবঃ

(শ্রীমতী সঙ্ঘমিত্রা মুখার্জী, অধ্যাপিকা)

আসীৎ রবীন্দ্রনাথঠাকুরঃ মহাকবিঃ, ন কেবলং বঙ্গালস্য অপিতু সম্পূর্ণস্য ভারতস্য। তস্য সাহিত্যে ভারতীয়সংস্কৃতেঃ অমৃতধারা প্রবহতি, যস্য অন্যতম: উৎসঃ সংস্কৃতসাহিত্যস্য মহাকবিঃ কালিদাসঃ আসীৎ। রবীন্দ্রনাথঃ শনৈঃ শনৈঃ আত্মানং সংস্কৃতসিন্ধৌ নিমজ্জয়ামাস। তস্য সংস্কৃতানুরাগ: “আশ্রমের রূপ ও বিকাশ” ইতি নামকে প্রবন্ধে স্বলেখন্যা এব প্রকাশিতম্।

কালিদাসস্য কাব্যং ন কেবলং সাহিত্যিকং সৌন্দর্যম্, অপিতু ভারতীয়দর্শনস্য গাম্ভীর্যম্, আধ্যাত্মিকতাং চ প্রতিফলয়তি। অতঃ রবীন্দ্রনাথঃ যঃ ভারতীয়সংস্কৃতিং বিশ্বসাহিত্যে প্রতিষ্ঠাপয়িতুং যত্নবান্ আসীৎ, তস্য কাব্যেষু কালিদাসস্য কাব্যানাং প্রভাবং তু অনিবার্যং মন্যতে।

কালিদাসস্য 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' ইতি নাটকং সংস্কৃতসাহিত্যে অদ্বিতীয়ং মন্যতে। অস্মিন্ নাটকে কালিদাসঃ সুকুমারভাবনায়াঃ, প্রেম্ণঃ তথা মানবীয়বিবেকস্য চ চিত্রণং করোতি। রবীন্দ্রনাথস্য মানসে এতানি তত্ত্বানি সদৈব জীর্যন্তে। প্রাচীনসাহিত্যগ্রন্থস্য শকুন্তলাপ্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথেন শেক্সপিয়ারমহোদয়স্য টেম্পেস্টনাটকেন সহ শকুন্তলায়া উপমা বিহিতা। শকুন্তলানাটকস্য উপকরণম্ আহৃত্য বিশ্বকবিঃ চৈতালিকাব্যস্য তপোবন নাম্নীং কবিতাং রচয়ামাস। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ ইতি নাটকে শকুন্তলায়াঃ যৌবনসৌন্দর্যং বীক্ষ্য মুগ্ধ রাজা দুষ্যন্ত উবাচ "কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনম্ অঙ্গেষু সন্নদ্ধম্"ইতি। রবীন্দ্রনাথস্য চিত্রাঙ্গদাপি অনঙ্গদেবস্য আশিষা নবরুপম্ অঙ্গং চ প্রাপ্তবতী। তদুক্তং রবীন্দ্রনাথেন, "আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশি.... পুষ্প বিকাশের সুরে দেহ মন উঠে পুরে" ইতি।

গীতিকাব্যেষু কালিদাসবিরচিতং মেঘদূতম্ অন্যতমম্। কাব্যস্যাস্য ভাষায়া বর্ণনায়াশ্চ প্রভাবেণ প্রভাবিতঃ সন্ রবীন্দ্রনাথঃ বিবিধাঃ কবিতাঃ রচিতবান্। মেঘদূতস্য প্রভাবঃ তস্য গীতেষু বহুত্র উপলভ্যতে। যথা "আমার প্রিয়ার ছায়া আকাশে আজ ভাসে হায় হায়" ইতি। রবীন্দ্রনাথস্য বর্ষাপ্রকৃতিঃ মেঘদূতস্য তথা গীতগোবিন্দস্য প্রকৃত্যা সাম্যমুপৈতি। যথা "গহন ঘন ছাইলো গগন ঘনাইয়া...." ইতি।

রবীন্দ্রনাথস্য প্রকৃতিপ্রীতিঃ তু কালিদাসীয়প্রভাবস্য পরিণামঃ অস্তি। কালিদাসঃ যত্র মেঘদূতম্ ইতি কাব্যে প্রকৃতিং সজীবত্বেন পশ্যতি, তত্র রবীন্দ্রনাথঃ প্রকৃতিং পরমাত্মস্বরূপেণ অনুভবতি। 'গীতাঞ্জলি' কাব্যে রবীন্দ্রনাথঃ প্রকৃতিসৌন্দর্যং আত্মনঃ আধ্যাত্মিকসাক্ষাৎকারস্য সাধনং মন্যতে। কালিদাসস্য 'কুমারসম্ভবম্' কাব্যে হিমালয়স্য বর্ণনং যথা গৌরবযুক্তম্ অস্তি, তথৈব প্রকৃতিসংবেদনায়াঃ একাত্মতাং তু রবীন্দ্রকাব্যেষু প্রাপ্যতে।

অস্মিন্ মহাবিশ্বে কালিদাসঃ যথা কাব্যকলায়াঃ শিখরং স্পৃশতি, তথৈব রবীন্দ্রনাথঃ অপি তস্য সাহিত্যেন ভারতীয়সংস্কৃতেঃ মানবীয়মূল্যানাং চ উৎকর্ষং সাধয়তি। রবীন্দ্রনাথস্য মানসে কালিদাসঃ তু কেবলং কবিঃ ন, অপিতু তস্য সাহিত্যিকসাধনায়াঃ প্রেরকঃ, মার্গদর্শকঃ, আত্মীয়ঃ চ আসীৎ। অতঃ রবীন্দ্রনাথস্য কাব্যরচনাসু কালিদাসস্য কাব্যকলা, তস্য সৌন্দর্যদৃষ্টিঃ চ সর্বদা প্রকাশতে। কালিদাসঃ যথা প্রাচীনভারতবর্ষস্য শ্রেষ্ঠঃ কবিঃ তথা হি অর্বাচীনভারতস্য গীতিপ্রাণঃ

কবিঃ রবীন্দ্রনাথঃ। কালিদাসঃ রবীন্দ্রনাথস্য সাহিত্যে অপি নিখিলভারতীয়সাহিত্যে অজরামরঃ অস্তি, যস্য কাব্যশক্তিঃ, কল্পনাশীলতা চ প্রত্যেকং সাহিত্যকারং অনুপ্রেরয়তি।

*** *** *** *** *** ***

कः राजा ?

(श्रीमती मधुमिता घोषः, अध्यापिका)

आसीत् कस्मिंश्चित् नगरे सदैव प्रशंसालिप्सुः कश्चित् राजा। राज्ञः शरीरे तु लज्जानिवारणार्थं नासीत् किमपि वस्त्रम्। वस्त्ररहितं राजानं दृष्टवतां जनपदवासिनां केचित् आसन् स्तावकाः केचिच्च निर्भीकाः। दृष्टसत्याः स्तावकाः राज्ञः प्रशंसायाम् आत्मानं न्ययुञ्जन्। अन्यत्र निर्भीककण्ठैः समुद्घोषितम् - अहह! राजन् ! कुत्र तावकीनं वसनम् ? कुत्र तावकीनं वसनम् ? एकदा प्रातः महदाश्चर्यं संवृत्तम् , यदा राजा अपि अभणत् - भोः राजन् ! कुत्र तावकीनं वसनम् ? साम्प्रतं सुष्ठु चिन्तयित्वा ब्रूत, कोऽत्र राजा ???

*** *** *** *** *** ***

ন+অলং+দা (ন অলং দদাতি)

(প্রব্রাজিকা অসক্তপ্রাণা)

নালন্দা বৌদ্ধমহাবিহারঃ রাজ্ঞা কুমারগুপ্তপ্রথমেন নির্মিতঃ বিহারস্য মগধপ্রদেশে ৪২৭ খ্রীষ্টাব্দাৎ ত্রয়োদশশতকপর্য্যন্তং বিরাজতে স্ম। বিহারঃ অর্থাৎ বৌদ্ধমঠঃ অপি চ শিক্ষাকেন্দ্রঃ। অয়ং বিহারঃ ভারতীয়বিদেশীয়ৈঃ বৌদ্ধৈঃ ইতরৈঃ চ সমর্থিতঃ। পালরাজবংশঃ (৭৫০-১১৬১ খ্রীষ্টাব্দীয়ঃ) অস্য

পৃষ্ঠপোষকঃ। তদনন্তরং বোধগয়ায়াঃ পিথিপতয়ঃ বিহারং পুষ্যন্তি স্ম। অস্মিন্ বিহারে মহায়ানবৌদ্ধদর্শনস্য বহবঃ বিদ্বাংসঃ আসন্ য়থা – ধর্মপালঃ, নাগার্জুনঃ, ধর্মকীর্তিঃ, অসঙ্গঃ, বসুবন্ধুঃ, চন্দ্রকীর্তিঃ, শীলভদ্রঃ, অতিশঃ চ। বিহারে বৌদ্ধদর্শনং, বেদাঃ, শব্দবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, হেতুবিদ্যা, গণিতঃ, জ্যোতিষ্, ধাতুবিদ্যা, সাংখ্যং পাঠ্যন্তে স্ম। মহাবিহারস্য পার্শ্বে বহবঃ জলাশয়াঃ আসন্।

গুপ্তবংশস্য অনন্তরং রাজা হর্ষঃ নালন্দায়াঃ পৃষ্ঠপোষকঃ অভবৎ । তস্য অনুশাসনেন গ্রামশতং পরিবারদ্বিশতং চ নালন্দায়ৈ দৈনিকবস্তুনি দত্তবতে। তত্র তদা ১৫০০ শিক্ষকাঃ অপি চ ১০,০০০ ছাত্রাঃ আসন্। চীনতঃ, কোরিয়াতঃ, তিব্বততঃ, জাপানতঃ, ইণ্ডোনেশিয়াতঃ, পরশিয়াতঃ, তুর্কীতঃ বহবঃ জ্ঞানপিপাসবঃ আগচ্ছন্তি স্ম।

১২০০ খ্রীষ্টাব্দে মোহম্মদ-বখ্তিয়ার-খিল্জী সেনয়া সহ অস্য বিধ্বংসং কৃতবান্ অপি চ নালন্দায়াঃ গ্রন্থশালায়াঃ সুসমৃদ্ধং ভাগত্রয়মপি দগ্ধবান্ য়থা – রত্নসাগরং, রত্নোদধিং রত্নরঞ্জকং চ। অধুনা পুনঃ অস্য প্রাচীনশিক্ষাকেন্দ্রস্য সমুদ্ধারঃ অগ্রেসরতি।

*** *** *** *** *** ***

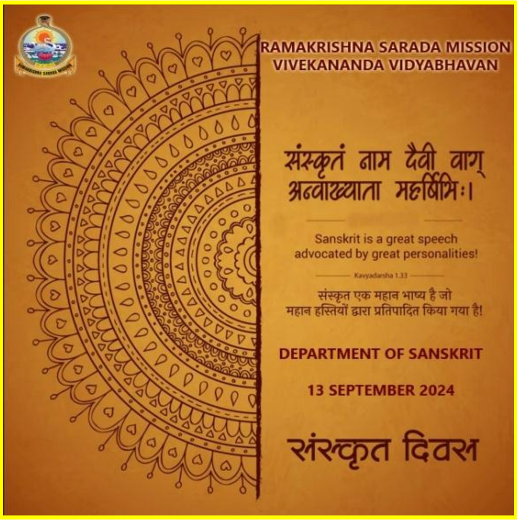
RAMAKRISHNA SARADA MISSION
VIVEKANANDA VIDYABHAVAN
संस्कृतं नाम दैवी वाग्
अन्वाख्याता महर्षिभिः।
Sanskrit is a great speech
advocated by great personalities!
संस्कृत एक महान भाष्य है जो
महान हस्तियों द्वारा प्रतिपादित किया गया है!
DEPARTMENT OF SANSKRIT
13 SEPTEMBER 2024
संस्कृत दिवस

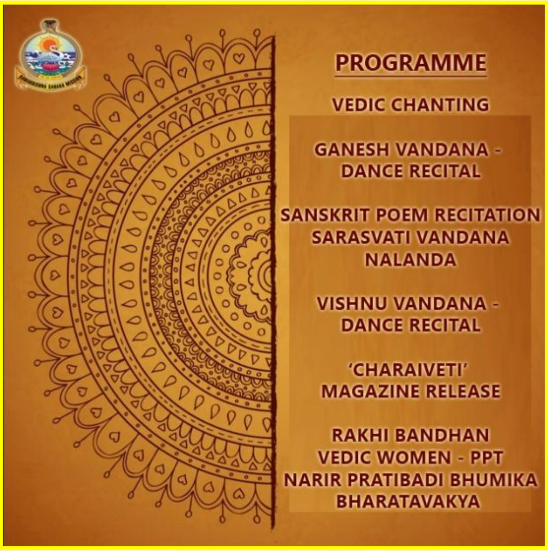
PROGRAMME
VEDIC CHANTING
GANESH VANDANA -
DANCE RECITAL
SANSKRIT POEM RECITATION
SARASVATI VANDANA
NALANDA
VISHNU VANDANA -
DANCE RECITAL
'CHARAIVETI'
MAGAZINE RELEASE
RAKHI BANDHAN
VEDIC WOMEN - PPT
NARIR PRATIBADI BHUMIKA
BHARATAVAKYA

DATE -
13 SEPTEMBER 2024
TIME -
11.30 AM ONWARDS
VENUE -
MUKTIPRANA SABHAGRIHA
ALL ARE CORDIALLY INVITED
संस्कृत दिवस

RIYA BAIN (BATCH 2021-2024)

विश्वसंस्कृतदिवसस्य
हार्दाः शुभकामनाः

HAPPY
WORLD SANSKRIT DAY

2024

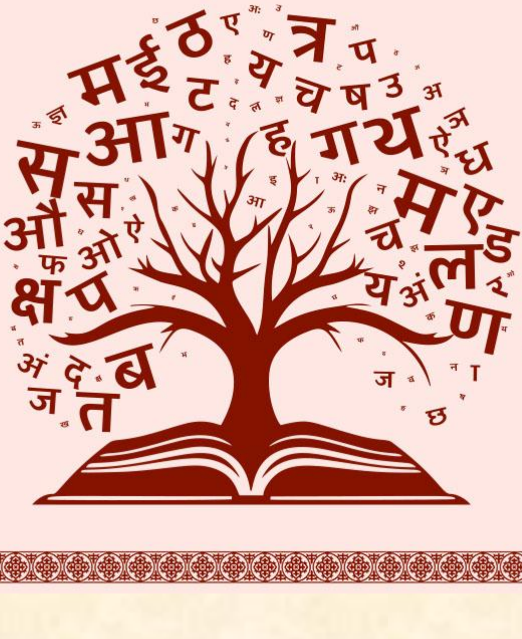

भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाणभारती।
तत्रापि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्।।

भावार्थः संसार की सभी भाषाओं में गीर्वाणवाणी
संस्कृत भाषा सर्वश्रेष्ठ व मधुर है,
संस्कृत भाषा का काव्य उससे भी अधिक मधुर है.
उसमें भी सुभाषित अधिक मधुर है.